কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১৫

১আমি প্রকৃত আঙুরগাছ এবং আমার প্রতিপালক চাষী। (২)আমার যেসব ডালে ফল ধরে না, সেগুলো তিনি কেটে ফেলেন আর যেসব ডালে ফল ধরে, তিনি সেগুলো ছেঁটে পরিষ্কার করেন, যেনো আরো বেশি ফল ধরে। (৩)আমি যে-কালাম তোমাদের বলেছি, তার দ্বারা তোমরা এখন পরিষ্কৃত হয়েছো।

(৪)আমার সাথে যুক্ত থাকো, যেভাবে আমি তোমাদের সাথে যুক্ত আছি। যেভাবে ডাল মূল গাছের সাথে যুক্ত না থাকলে ফল ধরাতে পারে না, সেভাবে তোমরাও আমার সাথে যুক্ত না থাকলে ফল ধরাতে পারো না। (৫)আমিই আঙুরলতা, তোমরা তার ডালপালা। যারা আমার সাথে যুক্ত থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি, তারা অনেক ফল দেয়, কারণ আমার থেকে আলাদা হয়ে তোমরা কিছুই করতে পারো না। (৬)যে আমার সাথে যুক্ত থাকে না, সে ফেলে দেয়া ডালের মতো এবং তা শুকিয়ে যায়। আর পরে সেগুলো একসাথে জমা করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়।

(৭)তোমরা যদি আমার সাথে যুক্ত থাকো এবং আমার কালাম তোমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে তোমাদের যা ইচ্ছা চেয়ো, তোমাদের জন্য তা করা হবে। (৮)তোমরা অনেক ফল দিলে এবং আমার উম্মত হলে, আমার প্রতিপালক মহিমান্বিত হন। (৯)প্রতিপালক যেমন আমাকে মহব্বত করেন, আমিও তেমনি তোমাদের মহব্বত করি; আমার মহব্বতের মধ্যে থাকো।

(১০)তোমরা যদি আমার হুকুম পালন করো, তাহলে আমার মহব্বতের মধ্যে থাকবে, যেভাবে আমি আমার প্রতিপালকের হুকুম পালন করে তাঁর মহব্বতের মধ্যে আছি। (১১)আমি তোমাদের এসব কথা বলছি, যেনো আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।

(১২)আমার হুকুম এই, আমি যেভাবে তোমাদের মহব্বত করেছি, সেভাবে তোমরা একজন অন্যজনকে মহব্বত কোরো। (১৩)বন্ধুর জন্য জীবন দেয়ার চেয়ে বড়ো মহব্বত আর হতে পারে না। (১৪)যদি তোমরা আমার হুকুম পালন করো, তাহলে তোমরা আমার বন্ধু। (১৫)আমি তোমাদের আর গোলাম বলি না, কারণ গোলাম জানে না তার মনিব কী করে। কিন্তু আমি তোমাদের বন্ধু বলছি, কারণ আমি আমার প্রতিপালকের কাছে যা যা শুনেছি, তার সবই তোমাদের জানিয়েছি।

(১৬)তোমরা আমাকে বেছে নাওনি কিন্তু আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি। আমি তোমাদের নিয়োগ করেছি, যেনো যে ফল স্থায়ী হয়, তোমরা সেই ফল দাও। তাহলে তোমরা আমার নামে যা চাবে, প্রতিপালক তোমাদের তাই দেবেন।

(১৭)আমি তোমাদের এই হুকুম দিচ্ছি, যেনো তোমরা একে অন্যকে মহব্বত করো। (১৮)যদি দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে মনে রেখো, সে তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকে ঘৃণা করেছে। (১৯)তোমরা যদি দুনিয়ার হতে, তাহলে দুনিয়া তার নিজের মতো তোমাদের মহব্বত করতো। আমি তোমাদের বেছে নিয়েছি বলে তোমরা দুনিয়ার নও; এজন্য দুনিয়া তোমাদের ঘৃণা করে।

(২০)আমি তোমাদের যা বলেছি তা স্মরণ রেখো, 'গোলাম তার মনিবের চেয়ে বড়ো নয়।' যদি তারা আমাকে অত্যাচার করতে পারে, তাহলে তোমাদেরও অত্যাচার করবে। যদি তারা আমার কথা মানতো, তাহলে তোমাদের কথাও মানতো। (২১)আমার নামের কারণে তারা এই সবই করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না। (২২)যদি আমি না আসতাম ও তাদের কাছে কথা না বলতাম, তাহলে তাদের কোনো গুনাহ হতো না কিন্তু এখন তাদের গুনাহর কোনো অজুহাত নেই।

(২৩)যে কেউ আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার প্রতিপালককেও ঘৃণা করে। (২৪)যদি আমি তাদের মধ্যে এমন কাজ না করতাম, যা অন্য কেউ করেনি, তাহলে তাদের গুনাহ থাকতো না। কিন্তু এখন তারা দেখেছে এবং আমাকে ও আমার প্রতিপালকে- উভয়কে ঘৃণা করেছে। (২৫)'কোনো কারণ ছাড়াই তারা আমাকে ঘৃণা করেছে' - যবুরের একথা পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন ছিলো।

(২৬)যখন সাহায্যকারী আসবেন, যাকে আমি প্রতিপালকের কাছ থেকে পাঠিয়ে দেবো- সেই সত্যের রুহ, যিনি প্রতিপালকের কাছ থেকে আসবেন- তিনি তখন আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। (২৭)তোমরাও সাক্ষ্য দেবে, কারণ তোমরা প্রথম থেকেই আমার সাথে সাথে আছো।